بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪০-১২/০২ | বৃহস্পতিবার, ০৭ জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরী | ০৮/০৮/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হে মুসলিমগণ, হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারত কাশ্মীরের মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দালাল মুসলিম শাসকেরা এই ঘৃণ্য প্রকল্পটিতে পৃষ্ঠপোষকতা করছে

বিশ্বাসঘাতক এই শাসকদের প্রত্যাখ্যান করুন এবং ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আমাদের সাহসী সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দাবী তুলুন

বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাসকদের চরম নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের অবৈধ সন্তান হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারত তার সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বিলোপের মাধ্যমে কাশ্মীরকে পুরোপুরি দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। কাশ্মীরকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করে সরাসরি দিল্লির শাসনের অধীনস্ত করেছে, যা মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলটির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে উপনিবেশবাদী বসতি স্থাপন প্রকল্পের মতো এবং স্থানীয় মুসলিমদের বিতাড়নের মাধ্যমে কাশ্মীরকে এই উপমহাদেশের 'ফিলিস্তিন' বানানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

হে মুসলিমগণ! উম্মাহ্'র সঠিক ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব তথা খলিফার অনুপস্থিতির কারণেই আজ কাশ্মীরের এই দুঃখজনক পরিণতি? বিষয়টি এমন নয় যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের কারণে কাশ্মীর বর্তমানে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে, কারণ এটি ভারতীয় দখলদারিত্বের অধীনেই ছিল, বরং এর দুঃখজনক পরিণতির যাত্রা শুরু হয়েছিল যখন দালাল মুসলিম শাসকদের সহায়তায় কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯২৪ সালে ৩রা মার্চ খিলাফত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটায় এবং উম্মাহ্'কে ৫০টিরও অধিক জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত করে তাদের দালাল শাসক ও কুফর মানবরচিত শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। শত্রুর চোখে আমরা হয়ে পড়ি দুর্বল ও নেতৃত্বহীন। অতঃপর হিংস্র পশুর মত তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং কাশ্মীরসহ বিভিন্ন মুসলিম ভূ-খন্ডে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের আগ্রাসন বিস্তার লাভ করে। মুশরিক রাষ্ট্র ভারত তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনের নামে অদ্যবদী কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে সে ২য় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ দাবী পর্যবেক্ষণ এবং এর আসন্ন প্রত্যাবর্তনে ভীত হয়ে গণতান্ত্রিক মুখোশ ধারণকেও আর গ্রাহ্য করছে না, বরং সব খোলস ছেড়ে স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে।

হে মুসলিমগণ! যখন কসাই মোদি মরিয়া হয়ে কাশ্মীরকে পুরোপুরি দখল করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তখন আমরা এই অঞ্চলে উম্মাহ্'র বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মেরুদণ্ডহীন দালাল শাসকগোষ্ঠির পক্ষ থেকে ভারতকে তোষামোদ করা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করছি না। আমরা মোটেও আশ্চর্য হয়নি যখন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, গুজরাট ও কাশ্মীরের মুসলিমদের হত্যাকারী ভারতের দালাল হাসিনা সরকার বিষয়টিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে গেল, পাকিস্তান কাশ্মীরকে মুক্ত করতে সেনাবাহিনী প্রেরণের বদলে প্রতারণাপূর্ণ কিছু নামমাত্র পদক্ষেপ দেখালো, এবং ও.আই.সি তথাকথিত নিন্দার বাণী শুনালো। আমরা এসব মেরুদণ্ডহীন দালাল শাসকদের কাছ থেকে আর কীইবা আশা করতে পারি যারা নিজদেশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের অনুরূপ মিশনে নিয়োজিত রয়েছে, এবং মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। তাই এটাই আদর্শ সময়, সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল শাসকদের পাশাপাশি তাদের কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও প্রত্যাখ্যান করার এবং মুসলিম উম্মাহ্'র রক্ষাকবচ খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার, যা প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের দখলদারিত্বে অবসান ঘটাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: *"নিশ্চয়ই ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন ঢাল, যার পেছনে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।"* [সহীহ্ মুসলিম]

হে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ! হিন্দুত্ববাদী এই শত্রুরাষ্ট্রের এজেন্ডা সুস্পষ্ট, তারা এই অঞ্চলের মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় পুরোদমে এগিয়ে চলছে। কাশ্মীর কেবল শুরু মাত্র, এবং এরপরেই রয়েছে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমগণ, কারণ এই সবগুলোই নর কসাই মোদির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ ছিল। হে অফিসারগণ, এই অসহায় মুসলিমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী (সাঃ)-এর উম্মত, যারা নিদারুণ সংকটে রয়েছেন এবং মুশরিকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে তাদেরকে রক্ষার ক্ষমতা কেবল আপনাদের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং শেষ বিচার-দিবসকে ভয় করুন। আপনারা কীভাবে আল-মুনতাক্বিম (শাস্তিদাতা)-এর মুখোমুখি হবেন, যখন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে 'জাতিসংঘের অধীনে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে যুদ্ধের জন্য হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলে কেন তোমরা এই মুশরিক রাষ্ট্রটিকে পরাজিত করতে কয়েক মাইল পথ মার্চ করতে পারলে না, যখন কাশ্মীর ও তার প্রতিবেশী অঞ্চলের নির্যাতিত মুসলিমরা তোমাদের হাতে মুক্তির অপেক্ষায় ব্যাকুল ছিল'? **হে অফিসারগণ**, এখনো আপনাদের শিরায় আপনাদের পূর্বপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং বখতিয়ার খিলজির পবিত্র তেজী রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আহ্বানে সাড়া দিন, বিক্রিত এই দালাল শাসকদের প্রতি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাহার করুন, এসব নিকৃষ্ট শাসকদের জন্মদানকারী দুর্নীতিগ্রস্ত গণতন্ত্রের মূলোৎপাটন করুন। দুর্বল ও নির্যাতিতদের রক্ষায় নব্যুয়তের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন, যে খিলাফত আপনাদেরকে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত করবে, এবং হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারত বিজয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী পুরস্কার ও গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দিবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্'র পথে এবং সেসব অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও, এর অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী।" [সূরা আন-নিসা: ৭৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ